orca
OLD RAJSHAHI CADETS ASSOCIATION

স্প্যান span

(বিশেষ সংখ্যা)

অরকা মুখপত্র, আগষ্ট ১৯৮৯, ঢাকা

নিবেদন ইতি ?

শিরোনাম দেখেই অনেকে চমকে উঠবেন, কেননা এটাতো অভাজনের কাজ। হ্যাঁ এটা সেই বিখ্যাত কলামিষ্ট অভাজনেরই কাজ।

আশা রাখি, আমার সাথে সকলেই একমত হবেন অন্ততঃ এই কারণে—আর যাই হোক, ইত্তেফাকের উপ-সম্পাদকীয় কলাম এদেশের দৈনিকগুলোর মধ্যে অন্যতম। এগুলোর লেখক হচ্ছেন লুব্ধক, সুহৃদ, ও অভাজন খ্যাত দেশের প্রথম সারির কলামিষ্টরা, আর তাঁরা দেশ-বিদেশের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করেন এই কলামে। উপসম্পাদকীয়গুলোর একটি নিয়মিত ধারাবাহিক হচ্ছে—নিবেদন ইতি। যার লেখক বা কলামিষ্ট হচ্ছেন—অভাজন।

গত ১৫ই আগষ্ট, ইত্তেফাক এর 'নিবেদন ইতি' কলামের লেখক অভাজন-এর কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে না ধরে পারলাম না। কথাগুলো নিম্নরূপ ঃ-

"ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই, দেখিও নাই কখনও। কেবল লোকের মুখে শুনিয়াছি ভদ্রলোকের নাম। শুনিয়াছি, তিনি সাতক্ষীরার একটি দোকানে গিয়েছিলেন কাপড় কেনার জন্য। তঁাহার সেখানে যাওয়ার খবর মুখে-মুখে ছড়াইয়া যাইতেই লোকের ভীড় জমিয়া গেল। সবাই এক নজর তঁাহাকে দেখিতে চায়। তঁাহার নামে আলোচনা হয় সাতক্ষীরার বিভিন্ন রেস্তোরায়, আড্ডা কিংবা কোন মজলিশে। এ ভদ্রলোক এত জনপ্রিয় কেন সাতক্ষীরার মানুষের কাছে?"

"ভদ্রলোকের বক্তব্য, সীমান্ত দিয়া কেবল অবাধে বাতাস চলাচল করিবে, আর কিছু নয়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল সীমান্তে চোরাচালানীদের তৎপরতা। সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল সীমান্ত প্রহরার দায়িত্বে এক ভদ্রলোক আসিয়াছেন—দুর্দান্ত এবং ক্ষমাহীন। তঁাহার হাতে পড়িলে আর নিস্তার নাই। সবাই কামনা করেন এরকম লোকেরই নেতৃত্ব প্রয়োজন সীমান্ত প্রহরায়। তাহা হইলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ভাবমূর্তি ফিরিয়া আসিবে; উপকৃত হবে গোটা দেশ।"

"সাতক্ষীরার একজন বিশিষ্ট স্থানীয় চিকিৎসক আমাকে বলিতেছিলেন, এখানকার মানুষ দুই বেলা হাত তুলিয়া উক্ত ভদ্রলোকের জন্য দোয়া করে। কিন্তু তার ব্যাপারে না লেখাই বোধ হয় ভালো। তাহা হইলে তাহাকে হয়তো কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পদোন্নতি দিয়া এই অঞ্চল হইতে প্রত্যাহার করা হইবে। সাতক্ষীরার আরেক জনের মুখে শুনিয়াছি, সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত এই ভদ্রলোকের বিভিন্ন অভিযানের কাহিনী। কিভাবে তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বাঘের চামড়া উদ্ধার করিয়াছেন, কিভাবে বর্ডারে যাইয়া ঘাপটি মারিয়া চোরাচালানীদের তৎপরতা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং মোক্ষম বুঝিয়া তাহাদের হাতে নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছেন—এইসব তিনি বলিতে ছিলেন সপ্রশংস কণ্ঠে।

"সাব্বাস, এদেশে এখনও মানুষ আছে। আমার আশাবাদ একজন বি,ডি,আর মেজরের কর্মকাণ্ডের জন্য শুধু নয়। এই কর্মকাণ্ডকে যাঁহারা সাধুবাদ জানান, তাহাদের জন্যও বটে। তাহাদের সচেতন উপলব্ধির জন্যই এই প্রত্যয় জন্মায় যে সত্য কখনও বঞ্চনা করে না।"

কে এই বীর পুরুষ? ইনি হচ্ছেন এদেশের গর্ব, অরকা তথা আমাদের গর্ব, —মেজর মনিশ দেওয়ান (২/৭৪)। অভাজনকে ধন্যবাদ—এ বীর সন্তানের কৃতিত্ব-কে জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য। স্প্যান এর আগষ্ট সংখ্যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই বীরের কাহিনী পড়ার পর আর স্থির থাকতে পারলাম না। অরকা মুখপত্র 'স্প্যান'এ এ খবর বাসি হয়ে প্রচার হবে-এ ভাবনা আমাকে ব্যাথিত করে তুলে। আর তাই সাহায্য নিই, বিশেষ সংখ্যা (স্প্যান)'র। ইত্তেফাকের এই উপসম্পাদকীয় অরকা'র জন্য একটি

'মাইল ফলক'। অরকা'র অন্যতম কৃতিত্বের একটি বলে আমি মনে করি।

"অরকা গর্ভে হাজারও দেশ প্রেমিক মনিশের জন্ম হোউক" —এ প্রত্যাশা করে, স্প্যান এর এই বিশেষ সংখ্যা উৎসর্গ করলাম, সেই বীর সৈনিকের প্রতি।

—সম্পাদক

ঈদ পুনর্মিলনী ঃ

গত ১৭ই আগষ্ট সন্ধ্যায় নীলক্ষেতস্থ পরিকল্পনা একাডেমীর মিলনায়তনে অরকা এক ঈদ পুনর্মিলনীর আয়োজন করে। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মত জাঁকজমক পূর্ণ না হলেও শারদীয় সন্ধ্যার এ অনুষ্ঠান বেশ উপ-ভোগ্য ছিল।

অনুষ্ঠান উপস্থাক সাইফ (১১/১০২) এর আমন্ত্রনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ (৪র্থ) লে, কর্ণেল খালেক, সভাপতি লে, কর্ণেল হারুন (৩/১৩১) এবং অরকা মহাসচিব ফ,আ,ম, খুরশীদ (২/৫১) তাঁদের নির্ধারিত আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সুমধুর কোরআন তেলাওয়াৎ করেন মিঃ এমতাজ (১৬/৮৬৭)। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল বক্তৃতার পালা। প্রথম বক্তা হিসেবে অরকা মহাসচিব ফ.আ,ম, খুরশীদ (২/৫১) অরকা'র বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন এবং অরকা সদস্য-দের ভ্রাতৃত্ববোধ ও যোগাযোগের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান অতিথি কর্ণেল (অবঃ) খালেদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতায় তিনি অরকা'র উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং যে কোন কল্যাণকর কাজে অরকাকে প্রথম স্থানে দেখবার প্রত্যাশা করেন। রাজঃ ক্যাডেটদের কাজকর্ম রাজার মত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি তাঁর ক্যাডেট কলেজ কর্মজীবনের বিভিন্ন স্মৃতির কথা উল্লেখ করেন।

অরকা'র উন্নতিতে সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণের জন্য বলিষ্ট বক্তব্য রাখেন বথাক্রমে মেজর (অবঃ) তানিম (১/১৮) ও ডঃ আহসানুল কবীর (২/৩৮)। অরকা'র ২য় ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ মিজান (৪/১৫২)এর হালকা আমেজের বক্তৃতা উপস্থিত দর্শকদের হাসির উদ্রেক করে। তিনি অরকার উন্নতিতে শুধু সদস্য নয় নদস্যা অর্থাৎ ভাবীদেরও এগিয়ে আসার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ঘোষণা করেন— **"Let all of us marry together"**। সভাপতির ভাষণে লে, কর্ণেল হারুন (৩/১৩১) বিভিন্ন কারণ হেতু অরকার পূর্বের আনন্দমুখর অনুষ্ঠানগুলোতে অনুপস্থিত থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে অরকা'র যে কোন ডাকে সাড়া দেয়ার অঙ্গীকার করেন।

সভাপতির বক্তব্যের পরেই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এর পর চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। মিঃ খোকন (১৪/৭৯৯) এর একক তত্বাবধানে অত্যন্ত সু-শৃংখলভাবে চা-চক্রের সমাপ্তি ঘটে।

চা চক্রের পর অনুষ্ঠানের ২য় পর্ব শুরু হয়। এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান। মিঃ কিশোর (১০/৫৫৬)এর ঠাণ্ডা চা সদৃশ্য রবীন্দ্র সংগীতও দর্শকদের **'One more'** ধ্বনি লাভ করে। সিরিয়াস ফারুক (৯/৫১৭) ছিলেন এ অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। তিনি তার ব্যাঙ্গাত্মক রচনা দ্বারা প্রায় ২০ মিনিট ধরে দর্শকদের 'লাফিং গ্যাস' প্রয়োগ করেন। মিঃ আখতার (১০/৫৪৮) -এর প্যারোডি ছিল মোটামুটি। নূতন ব্যাচদের স্মৃতি-চারণে কাদের (১৯/১০৪৯) ও আসাদ (১৮/৯৭৮) বেশ ভালই করেছে। সর্বশেষ আকর্ষণ ছিল 'ম্যান মাউন্টেন' খ্যাত তালেবুল মাওলা। তিনি দর্শকদের 'বেদের মেয়ে জোসনা' নামক বহু আলোচিত সিনেমাটি দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

চট্টগ্রামে অরকা'র শাখা ঃ

গত ১৫ই আগষ্ট এক তার বার্তায় জানা গেছে, মিঃ সানোয়ার ডিটো (৬/৩২০) দম্পতি, তাদের চট্টগ্রামস্থ বাসায় চট্টগ্রামে অবস্থানরত অরকা সদস্যদের জন্য এক নৈশ ভোজের আয়োজন করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, চট্টগ্রামে অরকা'র একটি শাখা খোলা। এ ব্যাপারে ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রায় ২৫ জন সদস্য-সদস্যা (ভাবী) এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা চট্টগ্রাম অরকা শাখাব উদ্বোধনী সংবাদের অপেক্ষায় রইলাম।

৩য় ব্যাচের—গেট টুগেদার

গত ১৩ই আগষ্ট রোববার মিঃ তারিক আবুল আলা (৩/১৩৩)এর বাসায় ৩য় ব্যাচের নিয়মিত মাসিক 'গেট টুগেদার' অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৫ জন সদস্য সস্ত্রীক এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে সুদূর আমে-রিকা থেকে মাহমুদ (৩/৮০), সৌদি থেকে মনিরুল (৩/৯৩), যশোর থেকে মেজর খায়রুল আলম (৩/৭৮) চট্টগ্রাম থেকে ইঞ্জিঃ সাহাবুদ্দীন (৩/১৪০), এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আরও উপস্থিত ছিলেন, সাইফুল (৩/১১৯) মতিন মুন্সি (৩/১০২), ইকবাল (৩/১৩৯), হায়দার (৩/৯৯), রেজাউল (৩/১৩৪), জগলুল (৩/৮১), জাহিদ (৩/৮৯), আখতার (৩/১২৩),। ৩য় ব্যাচের আগামী অনুষ্ঠান ৮ই সেপ্টেম্বর মিঃ রেজাউলের বাসায় অনুষ্ঠিত হবে।

আমরা প্রত্যেক ব্যাচেরই এ ধরণের অনুষ্ঠানের খবর সামনের স্প্যান'-এ আশা করছি।

অরকা প্রকাশনা সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও রিকো প্রিন্টার্স, ৯ নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।